RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩ নভেম্বর - ১৬ নভেম্বর, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 27, Issue: 22, Cooch Behar, Friday, 3 November - 16 November, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষাকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: দীর্ঘদিন থেকেই চলছিল অসন্তোষ, দীর্ঘদিন থেকেই এলাকায় নদী ভাঙ্গন কবলিত গ্রামবাসীরা বাঁধের দাবি করে আসছিল। বৃহস্পতিবার সেখানে হঠাৎ করেই উপস্থিত হয় কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া, তাকে হাতের কাছে পেয়েই বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে এলাকাবাসী। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে তারা। অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে নদী বাঁধের দাবি উঠে আসলেও দেখা পাওয়া যায়নি তার, কিন্তু আজ হঠাৎ করেই সকাল থেকে অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগ ওঠার সাথে সাথে এলাকায় উপস্থিত হন তিনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ অনুযায়ী, নিজের নির্বাচনী এলাকায় অবৈধভাবে রায়ডাক নদী থেকে বালি, পাথর পাচারের জেরে ভাঙছে নদী বাঁধ। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়ডাক নদী সংলগ্ন গেদারচর এলাকায় পরিদর্শনে যান তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া। সেখানে গিয়ে নিজের দলের কর্মীরাই চৈতি বর্মন বড়ুয়াকে বিক্ষোভ দেখায়। ব্লক সভাপতিকে ঘিরে চলে গো ব্যাক স্লোগান। সে সময় ব্লক সভাপতিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাসন্তী বর্মনের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চৈতি দেবীকে বের করে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুফানগঞ্জ বিধানসভার এমপি মালতি রাভা রায় মন্তব্য করে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকেই এইসব বিষয়ে অভিযোগ করে আসছি। এইদিন স্থানীয় গ্রামবাসীরাও একই অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালো। এই জনপ্রতিনিধির অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। তবে এই প্রসঙ্গে চৈতি দেবীর কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

দোকানের সামনে স্ল্যাব ভেঙে ড্রেনে পড়ে গেল গরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা শহরের মেইনরোডে একটি দোকানের সামনে স্ল্যাব ভেঙে ড্রেনে পড়ে গেল একটি গরু। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা পৌরসভা এবং দমকলের দু'ঘণ্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে ড্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় গরুটিকে। দিনহাটা শহরের মেইনরোড সংলগ্ন পুরানো বাস স্ট্যান্ড মোড়ে একটি খাবারের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল গরুটি, সেই সময় হঠাৎই ড্রেনের উপরের স্ল্যাব ভেঙে পড়ে এবং গরুটি তৎক্ষণাৎ ড্রেনে পড়ে যায়। এরপর খবর দেওয়া হয় দিনহাটা পৌরসভায়। পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী এবং কাউন্সিলর জাকারিয়া হোসেন সহ পৌর কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হন পাশাপাশি খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় দিনহাটা দমকল বিভাগ।

বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে দিনহাটার গিতালদহে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাস্তার পাশে পুকুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দিনহাটা-১ নং ব্লকের গিতালদহ-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনী গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালবেলা তারা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন ঠিক সেই সময় রাস্তার পাশে পুকুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বোমা দেখতে পায় তারা। পুকুরে বোমা পড়ে থাকাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় গিতালদহ পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের প্রাথমিক অনুমান বোমাটি বেশ কিছুদিন আগেই সেখানে রাখা হয়েছিল ফলে জলে ভিজে সেটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। তারপরেও স্থানীয়দের নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশ সেটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দর্শনার্থীদের মন জয় করল কোচবিহার আশ্রম রোডের বিবেক সংঘের কালীপুজো

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কালী পুজোয় দর্শনার্থীদের ও ছোটদের মন জয় করল কোচবিহার আশ্রম রোডের বিবেক সংঘ ক্লাব। দুর্গাপূজার পাশাপাশি কালী পুজোতেও এবার আনন্দে মেতে উঠেছিল কোচবিহারবাসি তাই কোথায় কেমন কালী পুজো হচ্ছে, কেমন প্যান্ডেল হয়েছে, প্রতিমা কেমন হয়েছে এই উৎসুকতা দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিলই। পুজোর প্রথমদিন থেকেই বিবেক সংঘের কালী পুজোতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত, বিশেষ করে বাচ্চাদের আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায় বিবেক সংঘের প্যান্ডেলের সাজসজ্জা দেখে। কোথাও বা সেলফি তুলতে দেখা যায় দর্শনার্থীদের। বিবেক সংঘের সম্পাদক অনিমেষ ঘোষ জানান, তারা এবার থিমের পূজা করেছেন এবারই তাদের আয়োজন ছিল অ্যানিম্যাল প্লানেট। অনিমেষবাবু বলেন, তাদের এই আয়োজনে কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বড়োরাও আনন্দ উপভোগ করে। বিবেক সংঘের পুজো ঘুরতে আসা এক দর্শনার্থী অহনা চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি দিয়ে জঙ্গলের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে এই পুজোতে আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করেছি। পুজোর উদ্বোধন করেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস।

বাণেশ্বরে ফের মোহনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শীত পড়তেই বাণেশ্বরের শিব দীঘিতে শুরু হয়েছে মোহনের মৃত্যু। বৃহস্পতিবার সকালে একটি মোহনের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। বন দপ্তরের কর্মীরা মোহনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। একটি মোহনের মৃত্যুর পাশাপাশি অসুস্থ হয়ে পড়েছে আরও বেশ কয়েকটি মোহন। মোহনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ মোহন রক্ষা কমিটির। ২০২২ সালে অক্টোবর মাস থেকেই শুরু হয়েছিল মোহনের মৃত্যু। বেশ কয়েকটি মোহনের মৃত্যুর পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোহনের চিকিৎসা এবং শিব দীঘির জল পাম্প লাগিয়ে জল ছেঁকে ফেলা হয় এবং মোহনের থাকার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়। যার ফলে বন্ধ হয় মোহনের মৃত্যু। মোহন রক্ষা কমিটির অভিযোগ শিবদীঘির জলের গভীরতা প্রায় ২০ ফুট রয়েছে। উপরের জল যেমন গরম অন্যদিকে পুকুরের নিচে জল অনেকটাই ঠান্ডা। জলের গভীরতা বেশি থাকার কারণে মোহনের সমস্যা হচ্ছে। গত বছর শীতে পাম্প দিয়ে জল ছেঁকে জলের গভীরতা নয় থেকে দশ ফুট করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পুকুরে মাটি ফেলে পুকুরের গভীরতা কমিয়ে পুনরায় জল ছাড়া হবে পুকুরে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুকুরে মাটি না ফেলেই মোহন রক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করে পুকুরে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। যার ফলে এবার শীত পড়তে ফের মোহন মৃত্যুর ঘটনা শুরু হয়েছে। মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, বাণেশ্বর এলাকায় প্রায় সমস্ত পুকুরেই মোহন রয়েছে। সেই সমস্ত পুকুরে জলের গভীরতা ৪ থেকে ৯ ফুট, ফলে সেখানে মোহনরা ভালো রয়েছে। এছাড়াও শিব দীঘিতে জলের থেকে মোহনরা ডাঙ্গায় উঠে রোদ তাপাবে সেক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে। পুকুরের পারগুলি খাড়া থাকায় মোহনরা ডাঙ্গায় উঠতে পারে না। মোহনের মৃত্যু ঠেকাতে অবিলম্বে প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। গত বছর যেভাবে মোহনের চিকিৎসা করা হয়েছিল একইভাবে চিকিৎসা করা উচিত।

মদনমোহন ঠাকুরকে সোনার ছাতা অর্পণ করলেন ব্যবসায়ী সুরোজ কুমার ঘোষ

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: রাজ ঐতিহ্য মেনে উত্থান যাত্রার দিন মদন মোহন ঠাকুরকে একশো আট কলস জল দিয়ে স্নান করানো হলো। এইদিন এই শুভদিনে কোচবিহারে নামী বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুরোজ কুমার ঘোষ একটি সোনার ছাতা মদনমোহন ঠাকুরকে অর্পণ করলেন এইদিন তিনি সোনার ছাতাটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্যের হাতে তুলে দিলেন। সুরজবাবু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের প্রাণের প্রিয় মদনমোহন ঠাকুরকে কিছু অর্পণ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হয়ে উঠছিল না আজ তা করতে পেরে আমি খুব খুশি।

অবৈধ গাঁজার চাষ বন্ধে পুলিশ ও আফগারি দপ্তরের বিশেষ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই থানা ও আবগারি দপ্তরের বিশেষ অভিযানে প্রায় ২৫ বিঘা জমির অবৈধ গাঁজা ক্ষেত কেটে পুড়িয়ে দিল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যা আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ সিতাই থানার আইসি প্রবীণ প্রধান বলেন, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত সিতাই থানার অন্তর্গত ব্রহ্মত্তরচাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৩৭ সিঙ্গিমারির বিভিন্ন এলাকায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ বিঘা জমির অবৈধ গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে নষ্ট করে পুলিশ। যদিও এই দিন পুলিশি অভিযানের সময় জমিতে অবৈধ ভাবে গাঁজা চাষে যুক্ত থাকা বাসিন্দারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। ওই এলাকার কতিপয় বাসিন্দা জানান, অনেকেই জমিতে অবৈধ ভাবে গাঁজা গাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন তবে সীমান্তে গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকা চোরাকারবারিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সিতাই থানার আইসি প্রবীণ প্রধান, এসআই অমর বর্ধন, আবগারি দপ্তরের এসআই প্রসেনজিৎ বর্মনের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে।

দোষীদের শাস্তির দাবি পরিবারের

ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জের বলরামপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় এক ছানা ব্যবসায়ি খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের দাবি গতকাল রাতে ওই ছানা ব্যবসায়ী সুব্রত ঘোষ যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় বলরামপুর রোডে কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় তার রাস্তা আটকে তাকে খুন করা হয়। পরিবারের দাবি গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ পরিবারের লোকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল সুব্রত ঘোষ। গতকাল রাতেই তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রাস্তা আটকে ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে আজ সকাল থেকেই কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করলেও তাদের দাবিতে অনড় থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-কে সামনে রেখে সাংগঠনিক বৈঠক বিজেপির ওবিসি সেলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে নিজেদের সংগঠনকে আরো মজবুত করতে নেমে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। মঙ্গলবার বিজেপি কার্যালয়ে ওবিসি মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক হয়। সংগঠনের নেতা সুব্রত কর বলেন, এইদিন মন্ডল সভাপতি ও পদাধিকারীদের নিয়ে এই বৈঠক হয় আগামী ২৯ তারিখ কলকাতায় বিশাল সমাবেশ হবে। এদিনের আলোচনা সভায় মূলত বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয় তাছাড়াও ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ম আলোচনা হয়। জানান আগামী দিনে আন্দোলন আরো তীব্রতর হবে। শুধু তাই নয় এই ওবিসি মোর্চা বাদেও আরো সাতটি মোর্চা এবং মূল সংগঠনও কলকাতা চলো যাত্রায় কলকাতার ধর্মতলা মোড়ে সামিল হবে বলে জানান।

মানব পূজা অনুষ্ঠিত হলো দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: প্রতিবছরের মত এই বছরেও দিনহাটার বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো মানব পূজা। শনিবার দুপুরে এই মানব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের এই মানব পূজা ১১ তম বর্ষে পদার্পণ করল। গত ১০ বছর ধরে শিবজ্ঞানে মানুষরূপী ভগবানকে পুজো করার রীতি চলে আসছে বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রাঙ্গনে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক সদস্য বলেন, আমরা মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা ও মসজিদে আল্লাহর আশীর্বাদ নিয়ে থাকি। ঠিক সেই ভাবেই বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে মানব পুজো দেওয়ার যে রীতি শুরু হয়েছে এবং যথেষ্ট সারা ফেলেছে মানুষের মনে। বছরের এই একটা দিন সমাজের পিছিয়ে পড়া যারা ভিক্ষাবৃত্তি সম্পন্ন করে নিজেদের জীবন যাপন করে সেই সব মানুষদের পুজো করা হয় এবং তাদের দুপুরের আহারের বন্দোবস্ত করা হয় পাশাপাশি নতুন বস্ত্রও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের

হলঘরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩ শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে দেবতা জ্ঞানের পূজা করা হয় এবং তাদের অন্ন ও নতুন বস্ত্র তুলে দেয়।

গোসানিমারিতে ডাকাতের ছক কষার আগেই ধৃত ডাকাত দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ডাকাতির ছক কষার আগেই গোসানিমারি শাল বাগানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। শনিবার দুপুর একটা নাগাদ কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এমনটাই জানান। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গতকাল রাতে আনুমানিক দশটা নাগাদ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গোসানিমারি শাল বাগানে বিশেষ অভিযান চালায় দিনহাটা থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম। সেই অভিযানে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ এছাড়াও লাঠি, দা সহ বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র। জেলা পুলিশ জানিয়েছে গ্রেফতার ব্যক্তিদের নাম মোজাফফর মিয়া (৪০), সাহিনুর মিয়া (৩২) দুজনেরই বাড়ি ভিতরকামতা এলাকায়, এছাড়াও আমিনুর রহমান (২৭) যার বাড়ি দক্ষিণ পেটলায়। পুলিশের তরফে আরও জানানো হয় কোন এক জায়গায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে গোসানিমারী শাল বাগানে একটি ডাকাত দল জড়ো হয়েছিল, সেই খবর পাওয়া মাত্রই আমরা সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করি এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। তবে ডাকাতির ছক কষার আগে ডাকাত দলের তিনজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করার ঘটনা দিনহাটা থানা তথা জেলা পুলিশের বিশাল সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। তবে জেলা পুলিশ জানিয়েছে যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সকলেই বেআইনি কাজ ও গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত। আজ তিনজনকেই দিনহাটা মহকুমা আদালতে পাঠায় দিনহাটা থানার পুলিশ।

ভেটাগুড়িতে বিজেপিতে যোগদান তৃণমূলের অঞ্চল যুব সভাপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: উদয়ন গুহর পদযাত্রার কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো ভেটাগুড়ি-১ নং অঞ্চলের তৃণমূলের যুব সভাপতি মৃণাল বর্মন, তৃণমূল সদস্য কাজল, দীপু বর্মন সহ ১৫ টি পরিবার।

উদয়ন গুহর বিস্ফোরক মন্তব্যের পরেই এই যোগদান বলে দাবি করেন সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন সকালে ভেটাগুড়িতে বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা করেন উদয়ন গুহ সেখানেই তিনি মন্তব্য করেন আমাদের নেতা কর্মীদের ওপর মারধর হলে আমরা বাড়ি

থেকে বের করে পেটাবো। তার মন্তব্যের কিছুক্ষণ পরেই ভেটাগুড়ি-১ নং অঞ্চলে কাজল দাসের বাড়িতে একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই বিজেপি নেতৃত্ব রতন বর্মন, কনভেনের অজিত মহন্ত, অপু মহন্ত সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তৃণমূলের ভেটাগুড়ি-১ নং অঞ্চলের যুব সভাপতি মৃণাল বর্মন ও অন্যান্য নেতৃত্বরা বিজেপির পতাকা নিজেদের হাতে তুলে নেন।

গো ব্যাক স্লোগান, ক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শনিবার সকালে ছট পূজা উপলক্ষে নির্মিত তোর্সা নদীর ঘাট পরিদর্শন করতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়লেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। তাকে পেয়েই গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের দাবি সুটকাবাড়িতে যখন ঝড় হল তখন বিধায়ক কোথায় ছিল? যদিও বা গোটা বিষয়টিকে তৃণমূল

কংগ্রেসের চক্রান্ত বলে আখ্যা করে দিয়েছেন নিখিল রঞ্জন দে। তিনি বলেন, বিগত বেশ কয়েক বছরে তোর্সা নদীর এই সাঁকোতে কয়েকটি বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই কারণেই সাঁকো কতটা মজবুত হয়েছে সেটা দেখার জন্য সকালে ঘাটে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কর্মীরা অকারণ অযৌক্তিকভাবে স্লোগান দিতে শুরু করে। তবে এই বিষয়ে তৃণমূলের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় ওই এলাকার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

টিউবওয়েল জমে থাকা জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার খারিজা ডাকুরহাটে টিউবওয়েল পাড়ে জমে থাকা জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু শিশুর। ঘটনার প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা জাবেদ আলী বলেন, শিশুটি ওয়াকারে খেলছিল তখন শিশুটির বাবা চাষের জমিতে কাজ করতে যায় এবং ঠাকুরমা বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, শিশু ছেলেটি একাই ওয়াকার গাড়িতে করে খেলতে খেলতে টিউবওয়েল পাড়ে জমে থাকা জলে পড়ে যায়, এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে পড়ে থাকায় সেখানেই শিশু ছেলেটির মৃত্যু হয়। এরপর পরিবারের লোক শিশুটিকে খোঁজাখুঁজি করার পর দেখে টিউবওয়েল পাড়ে জমে থাকা জলে পড়ে আছে। খবর দেওয়া হয় নয়ারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার সহ গোটা এলাকায়। প্রসঙ্গত শিশু বাচ্চাটির মা মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তিনি বাড়িতে থাকেন না। তাই শিশুটি তার বাবা ও ঠাকুরমার কাছেই থাকে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাফাই কর্মীদের আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কাজ বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনে নামলেন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা। অভিযোগ গত অক্টোবর মাসের বেতন এখনো পর্যন্ত তারা পাননি। সামনেই ছট পুজো রয়েছে ফলে এই মুহূর্তে তাদের টাকার ভীষণ প্রয়োজন। প্রতি মাসেই সময় মতো বেতন পান না বলে তারা অভিযোগ করেন। এদিন সাফাই কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে যায়, ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় রোগীদের। আন্দোলনকারীদের পক্ষে ধর্মেন্দ্র হরিজন বলেন, তারা মোট ছাপান্ন জন কর্মী রয়েছেন এবং প্রতি মাসেই বেতন পেতে তাদের সমস্যা হয়। গত মাসের বেতন এখনো পর্যন্ত পায়নি তারা। এই মাসেরও ১৫ তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখন বেতন হাতে পাননি। সামনেই ছট পুজো তাই কি করবেন তারা বুঝে উঠতে পারছে না। জানা গিয়েছে ওই কর্মীরা ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন। ঠিকাদার প্রেমাংশু চক্রবর্তী বলেন, অফিস বন্ধ থাকার জন্য ওয়ার্কিং লিস্ট পেতে দেরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অফিস খোলার পরেই তাদের বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। দুই একদিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।

অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান তুফানগঞ্জ থানা ও আবগারি দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। রবিবার তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলাডাঙ্গা, সেনপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর যৌথভাবে অভিযান চালায়। থানা সূত্রে খবর গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও আবগারি দপ্তর অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে মোট ২০ বিঘা গাঁজার চাষ নষ্ট করে দেয় পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। এ বিষয়ে আবগারি দপ্তরের কর্তব্যরত আধিকারিক সিজু বর্মন বলেন, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে আজ অভিযান চালানো হলো। অভিযান চালিয়ে বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বাড়ির উঠোন ও কৃষি জমিতে চাষ করা গাঁজার গাছ নষ্ট করা হলো। প্রতিনিয়ত পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চ্যাংরাবান্ধা: চ্যাংরাবান্ধায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষ, জখম বেশ কয়েকজন। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চ্যাংরাবান্ধার রেল ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গিয়েছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা চলে। আহত দুইজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের জলপাইগুড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ভবঘুরে দিদিদের নিয়ে ভাইফোঁটার আয়োজন মদনমোহন ঠাকুর বাড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভাতৃ দ্বিতীয়ার শুভ লগ্নে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ির সামনে যেসব ভবঘুরে দিদিরা থাকেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভাইফোঁটা উৎসব পালন করলো এক সেচ্ছাসেবী সংগঠন। মদনমোহন ঠাকুর বাড়ির ভিতরে দুর্গা মন্ডপের সামনে এই ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়েছিল। সংগঠনের এক সদস্য বলেন, দিদিরাও আমাদের সুন্দরভাবে ফোঁটা দিলেন। এইভাবে ভবঘুরে দিদিদের নিয়ে এইরকম বিশেষ দিন পালন করা যায় সেটা কোচবিহারে প্রথম বলে দাবি করলেন সংগঠনের সদস্যরা। দিদিদের চরণ ছুঁয়ে সকলে আশীর্বাদ নিয়ে ও দিদিদের জন্য একটি করে শাড়ি, মিষ্টি এবং কিছু অর্থ তুলে দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। সংগঠনের পক্ষে শঙ্কর রায় জানান, দিদিরা আমাদের ফোঁটা দিয়ে খুবই খুশি হয়েছে। আমরাও খুব খুশি হয়েছি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা সকলেই ভাইফোঁটার অংশগ্রহণ করে।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: দীপাবলীর রাতে এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় জখম হয়ে ওই বিজেপি কর্মী তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বজরাপুর এলাকার ঘটনা। জখম ওই বিজেপি কর্মীর নাম শৈলেন বর্মন। বর্তমানে তিনি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। বিজেপি নেতা উৎপল সরকারের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের দলের কর্মীদের নানাভাবে হেনস্তা করছে। তাদের মারধর করা হচ্ছে। আমরা বক্সিরহাট থানায় এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাবো। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

বকেয়া টাকার দাবিতে পদযাত্রা মন্ত্রী উদয়ন গুহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে আটিয়ালডাঙ্গায় তৃণমূলের পদযাত্রায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার সকালে বামনহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া আটিয়ালডাঙ্গায় তৃণমূল কংগ্রেসের এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, দিনহাটা -২ ব্লকের সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য, বামনহাট-২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি চঞ্চল কুমার রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, আমরা দিনহাটা বিধানসভায় স্থির করেছি যে একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা এবং নতুন করে কাজ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা টাকার দাবি এছাড়াও যেভাবে সারা ভারত বর্ষ জুড়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই ইডি দিয়ে বিরোধীদের দমিয়ে রাখার একটা চক্রান্ত করবে, তার বিরুদ্ধে অঞ্চলে অঞ্চলে আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল ও পদযাত্রা। আজ আমরা বামনহাট-২ পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাঝখানে চারদিন উৎসবের জন্য বন্ধ থাকবে এবং আগামী ১৬ নভেম্বর তারিখ থেকে ধারাবাহিকভাবে আবারও বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে এই কর্মসূচী পালন হবে এবং যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে ততদিন আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।

জোর করে চাঁদা তোলার অভিযোগ, ভাঙলো গাড়ির কাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: জোর করে চাঁদা তোলার অভিযোগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে দিনহাটা শহরের প্রধান সড়ক সহ অলিতে গলিতে। চাঁদা না দেওয়ার কারণে ভেঙে ফেলা হলো যাত্রীবোঝাই বোলেরো গাড়ির কাঁচ। এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা চরমে ওঠে দিনহাটায়। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা শহরের আটিয়াবাড়ি সংলগ্ন ভাংনি মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে স্থানীয় এলাকায় কালীপুজোর চাঁদার জন্য বেশ কয়েকজন যুবক দিনহাটা নয়ারহাট মেইন রোড এলাকায় চাঁদা সংগ্রহ করছিল। সেই সময় দিনহাটা থেকে নয়ারহাটের দিকে একটি যাত্রীবোঝাই বোলেরো গাড়ি যাচ্ছিল সেই গাড়িতে চাঁদার দাবি করে যুবকরা। কিন্তু দাবি মত চাঁদা না মেলায় কথা কাটাকাটি শুরু হয় এরপর উত্তেজিত যুবকরা ঢিল মেরে বোলেরো গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয়। আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে খবর দেওয়া হয় দিনহাটা থানায়। দিনহাটা থানা থেকে আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সেখানে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য যান চলাচল আটকে যায় বেশ কিছুক্ষণ। এরপর উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার পাশাপাশি যেইসব যুবকরা চাঁদা আর জোর জুলুম করছিল তাদের চিহ্নিত করে বেশ কয়েকজন যুবককে আটক করে পুলিশ। বর্তমানে এলাকা থমথমে রয়েছে।

ডাকাতির ছক কষার আগেই গ্রেফতার ডাকাত দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: ডাকাতির ছক কষার আগেই সিঙ্গিমারিতে গ্রেফতার ডাকাত দল, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা বোমা। ঘটনার বিবরণে কোচবিহার জেলা পুলিশসুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, গতকাল গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সিতাই সাগরদিঘি ব্রিজের কাছে সিঙ্গিমারি নদীর চর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৫ জনের একটি ডাকাত দলকে গ্রেফতার করে সিতাই থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, ৮ টি তাজা বোমা, ৫ টি টিনের খালি জর্দা কৌটা, ১০ প্যাকেট চকলেট বোমা, পাটের দড়ি, লোহার রড, ৪ টি ছোট টর্চ লাইট, ২ টি গ্যাস লাইটার।

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে গোসানিমারীতে একটি দোকানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি সঙ্গে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। যদিও গ্রেফতার ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে। তবে বারংবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল নিষিদ্ধ শব্দবাজি ক্রয়-বিক্রয় না করে সবুজ বাজি ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য। তবে প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ক্রয়-বিক্রয় করায় এই অভিযান চালায় দিনহাটা থানার পুলিশ এমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর।

কালী পুজোর রাতে শোকের ছায়া নেমে এলো কর্মকার পরিবারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কালী পুজোর রাত কাটতে না কাটতেই শোকের ছায়া নেমে এলো কর্মকার পরিবারের মধ্যে। জানা যায় পুজোর রাতে সাইকেলে করে বাড়ি আসার পথে ড্রেনে পড়ে মৃত্যু হল বছর ৩৫ এর এক যুবকের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব খাগড়াবাড়ি শিবযজ্ঞর দোলাপাড়া এলাকায়। জানা যায় সঞ্জয় কর্মকার সোনার দোকানে কাজ করতেন তিনি এলাকায় ভালো ছেলে নামে পরিচিত ছিল সঞ্জয়। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় ভালো ছিল সে। জানা গিয়েছে সঞ্জয় একজন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি বিভাগের ছাত্র ছিল। মৃত ওই ব্যক্তির বৌদি বলেন, চাকরি না পাওয়ায় কোচবিহার শহরের একটি নামি সোনার দোকানের সেলসম্যানের কাজ করতো।আকস্মিক এই ঘটনায় এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সম্পাদকীয়

মুক্তির দিশা নেই

সুড়ঙ্গ বিপর্যয় আবারও প্রমাণ করিল এ ভূমি পরিযায়ীদের ভূমি। গত কয়েকদিন ধরে সংবাদ শিরোনামে রয়েছে উত্তরকাশীর একটি সুড়ঙ্গ। যে সুড়ঙ্গের ভেতর আটকে রয়েছেন ৪১ জন শ্রমিক। বলা চলে জীবন-মৃত্যুর এক খেলা চলছে। সেই শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন কোচবিহারের মানিক তালুকদার। করোনাকালে দেখা গিয়েছে, ভিনরাজ্য থেকে নিজভূমে ফিরেছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। সরকারি নথিতেই উল্লেখ ছিল সেই শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। প্রশ্ন যেখানে, কেন এই কোচবিহারের মানুষদের শ্রমিকের কাজ করতে ভিনরাজ্যে যেতে হয়? দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই অবস্থার কি পরিবর্তন হবে না? না কি পরিবর্তন করতে কেউ সচেষ্ট নয়? রাজ্যের প্রত্যন্ত এই জেলায় নেই কোনও শিল্প। কৃষির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা জেলা নিয়ে ভাবনা নেই কারও। বার বার কৃষিভিত্তিক শিল্পের কথা বলা হলেও আদতে হয়নি কিছুই। রয়েছে শুধু রাজনৈতিক আকচাআকচি। তাই বলা যেতে পারে ইহাই ভবিতব্য, কাজের খোঁজে দলে দলে কোচবিহারের মানুষ ছুটবেন ভিনরাজ্যে। নেই কোনও পরিত্রাণ।

কবিতা

চেষ্টা

.... আশীফুজ্জামান (বাংলাদেশ)

চেষ্টাই পারে লক্ষ্য পূরণ করতে।
চেষ্টাই পারে মানব জীবন গড়তে।
চেষ্টার কী আছে বিকল্প!
চেষ্টা ছাড়া পাবে না অল্পও।
চেষ্টা ছাড়া বিফল মনুষ্য জন্ম।
চেষ্টা ছাড়া অসফল সকল কর্ম।
চেষ্টায় কেষ্ট মিলে।
চেষ্টা করলে কী না পায় সকলে!
চেষ্টার যদি হয় সমাপ্তি,
হবে না কভু লক্ষ্য প্রাপ্তি।
চেষ্টা করলে সবকিছু পাই।
চেষ্টার কোনো সমাপ্তি নাই।
চেষ্টাই পাওয়া যায় সকলের মন।
চেষ্টা মানব জীবনে আনে অমূল্য রতন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

গাছ (অনুগল্প)

... জয়ন্ত কুমার দত্ত

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বিলেই সাতসকালে খবরটা প্রথম দিল।-- ও,দাদু, ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। দেখলাম অনেক লেবার-- বেলচা, কোদাল-- ড্রেনকাটা শুরু হয়েছে। পাশের বাড়ির বিলে যেন একটা ভ্রাম্যমান সংবাদ চ্যানেল। কার বাড়ি ফুল চুরি গ্যাছে, কোন বাড়ির চালে কটা লাউ, কোন বাড়ির সীমানা নিয়ে গন্ডগোল, হারান কাকার ছেলে এখন কি করছে, পাশের বাড়ির তিতলিকে কোন ছেলের সাথে রাতেরবেলা বাইকে ঘুরতে দেখা গেছে একেবারে সকাল সকালই দেওয়া চাই। কিন্তু ড্রেন তৈরির খবরটা শুনে বাবা যে খুব একটা খুশি হলেন সেটা মনে হল না। অথচ এই ড্রেন হয় না বলেই প্রতিবার ভোট চাইতে এলে, বাবার সাথে একপ্রস্থ বাক্য বিনিময়ের পরই যেন আমরা ভোটের গুরুত্ব বুঝি। ঝটপট একটা ফিতা নিয়ে এসে জমি (সরকারি খাসের জায়গা) মেপে দেখতে লাগলেন। বাবার গম্ভীর হওয়ার কারণটা অবশ্য আমাদের অজানা নয়। কারণটা একটা আমলকি গাছ। ৫-৬ বছর আগে এই বাড়ি তৈরির সময় বাবা একটি আমলকি গাছ রাস্তা সীমানা বরাবর পুঁতেছিলেন। পরম যত্নে বড় হওয়া সেই গাছ ড্রেন হলে কাটা পড়বে কিনা সেটা নিয়েই বাবা চিন্তিত। মাপঝোক করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু সমস্যা বাঁধল যখন সরকারি লোক এসে বলল গাছটি কাটা পড়বে। তর্ক হল। এলাকার লোকজন জড়ো হল। বাবার একটাই বক্তব্য গাছকে বাঁচিয়ে ড্রেন তৈরি করতে হবে। প্রয়োজন হলে নিয়ম মেনে ড্রেনকে একটু ঘুরিয়েও গাছটাকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সরকার পক্ষের লোক তাতে রাজি হল না । তর্ক বাড়ল। বাবাও ছাড়বার পত্র নন। নানা যুক্তি দিয়ে বাবা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। এককালের ডাকসাইটে সরকারি অফিসার ছিলেন তিনি। নিয়ম কানুন তারও জানা আছে। পি.ডাব্লউ.ডি অফিসে ফোন গেল। ফোন গেল বনদপ্তরেও। যেখানে যেখানে বলার দরকার বাবা সবাইকে জানালেন। মুহূর্তেই নির্দেশ এল-- আপাতত এইটুকু জায়গা যেন ড্রেন না কাটা হয়।

তারপর বছর পার হয়ে গেছে। ড্রেন দিয়ে এখন কলকলিয়ে জল যায়। আমলকি গাছে ফল এসেছে। প্রথম ফলটি বাবার হাতে দিয়ে আমি একটা প্রণাম করলাম।

প্রবন্ধ

ইন্টারভিউ কলকাতা ৭১ পদাতিক সিনেমার ট্রিলজি

অমর চক্রবর্তী

ফ্রিজশট

এই শিরোনাম আমি নয় মৃণাল সেন স্বয়ং করে দিয়েছেন। একটা সাক্ষাৎকার থেকে এটা প্রাপ্ত। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে আমরা সিনেমা সম্পর্কে জেনে নেবো। সিনেমা সম্পর্কে আমরা দুটি ধারণা পোষণ করি। ১. ভালো সিনেমা ২. খারাপ সিনেমা। আমি আর্ট বা বাণিজ্যিক শব্দে যাচ্ছি না কারণ যে কোনো শিল্প মাধ্যম তাই যখন প্রকাশিত হয় তখন সেখানে বাণিজ্য শব্দটা থাকেই তা কবিতা হলেও। সিনেমা তো একটা গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্প ভাবনা এবং ইন্ডাস্ট্রি। আর ভালো ছবির সংকট বহুবছর থেকেই। ছবি হিট হওয়ার বা বাণিজ্যিক সফলতা পেতে সারা পৃথিবীর নির্মাতারা আপোষ করেন এবং দর্শক মনোরঞ্জনের নিমিত্তে দুধে জল মেশান। আমরা একসময় দেখেছি চলচ্চিত্র উৎসবে আনসেন্সরড ফিল্ম দেখার উৎসাহ কতটা। এইখানে সফল নির্মাতারাও ঐ পথে হেঁটেছেন। ব্যতিক্রম আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ফিল্ম মেকার। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এই সারির পুরোধায়। যারা ছবি করাটাকে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর সামগ্রী করে তুলতে চাননি। নবতরঙ্গের প্রভাবে বস্তুবাদ ও নান্দনিক সত্যের খোঁজ করেছেন। গাস্টন রোবেজ তাকে বলেছেন অ-বুর্জোয়া চলচ্চিত্র। যে শিল্প গণমাধ্যমের তাকে জনগণের বিষয় করে তুলতে একজন সু এবং স্বশিক্ষিত পরিচালকই এই আর্ট ফর্মটাকে এই কর্মে প্রয়োগ করতে। লুই বুনুয়েলের পোয়েট্রি অন সিনেমা পড়লে এই আর্ট ফর্মটাকে বোঝা যায়। আমাদের দেশেও পিওরলি ফিল্ম আবার পিওরলি লিটারেচারের সার্থক প্রয়োগে যে কজনের নাম জ্বলজ্বল করছে মৃণাল সেন তাদের অন্যতম।

মিড লং শট

মৃণাল সেনের ছবিকে কেউ মনে করেন একটা প্যাটার্ণ এবং এন্টি ন্যারেটিভ অনেকটা ব্রেখ্‌টীয় রীতি। জাঁ লুক গোদার রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে। গোদার সব ধরনের স্থিতাবস্থাকে ইলিউশন ভেবেছেন তাই তার ছবিতে সংহত কাহিনীর বদলে উদ্ধৃতি রেফারেন্স ও ডকুমেন্টারি ব্যবহার করেছেন। আমরা দুই মৃণাল সেন পেয়েছি ষাটের দশকে এন্টিরিয়ালিস্ট মৃণাল সেন সত্তরে নিম্নবিত্তের নিম্নবর্গের কথাকার মৃণাল সেন। একদিন প্রতিদিন, খারিজ, ওকাউরি কথা, পরশুরাম মৃগয়া এই সব ছবি। পুনশ্চ, প্রতিনিধি, আকাশ কুসুম মধ্যবিত্ত যাপনের ছবি। এত সফল ও কাহিনী নির্ভর ছবি করার পরও মৃণাল সেন বলতে পর্টিকুলার সুপার্ব হিসেবে চিহ্নিত যেটা তিনি স্বয়ং বুনুয়েল সম্পর্কে মনে করেছেন। এই পার্টিকুলার বলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে কলকাতা ৭১, ইন্টারভিউ, পদাতিক, কোরাস।

লং শট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। মুসোলিনি ও হিটলারের পরাজয়। ইতালি মিত্রপক্ষের অধীনে। এই প্রেক্ষাপটে লেখক লুইজি বার্তোলিনী একটা উপন্যাস লিখেছিলেন বাইসাইকেল থিভস। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও প্রাচীন রোমের ইতিকথা বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। যুদ্ধ পরবর্তী ভয়াবহ বেকারী, দারিদ্র্য, মানুষের চিরন্তন নীতিবোধের পরিবর্তন এবং এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ব্যুরোক্রাট, ফুটপাতের বাসিন্দা, চোর, জোচ্চোর, ঠকবাজ চরিত্রগুলো উঠে এসেছে এই লেখায়। এই উপন্যাসকে ভিত্তি করে ছবি করে নিও রিয়ালিজম আনলেন ভিত্তরিও ডি সিকা। চলচ্চিত্রে বিষয় বদলের প্রেক্ষিত তৈরি। বার্গম্যান শোনালেন, ‘আমি এমন ছবি করতে চাই যা সাধারণ লোকের কাজে লাগে।’

সত্যজিৎ রায় বানালেন রাজনৈতিক ত্রয়ী ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ‘সীমাবদ্ধ’ আর ‘জন অরণ্য’। ঋত্বিক ঘটক আর্কিটাইপ এর মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি ও যাপনের বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরলেন ‘নাগরিক’ ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ‘কোমল গান্ধার’-এ।

ফ্লাশ ফরোয়ার্ড

মৃণাল সেনের দ্বিতীয় পর্বের ছবি মানেই সময়ের বার্তা। এই বার্তা ধরেই তিনি ট্রিলজি বানিয়েছেন। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘মৃণাল সেনের প্রাণপাত সাধনা অদ্যকে নিম্নরেখ করার।’

আর মৃণাল সেন শোনালেন আমি আগেও আপনাদের বলেছি, আবার বলছি যে ইন্টারভিউ থেকে পদাতিক এই তিনটি ছবিতেই পটভূমি হিসেবে কাজ করছে কলকাতা। তিনটি ছবিতেই আমি শারিরীকভাবে উপস্হিত আগাগোড়া। চেষ্টা করেছি এই উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গোটা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারার আন্দাজ পাওয়ার, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার এবং ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেশের এই reality কে সঠিক perspective এ দাঁড় করানো।

ফ্ল্যাশ ব্যাক

ইন্টারভিউ গল্পটি আমি পাই ১৯৫৫ সালে। তখন অবশ্য গল্পটা এরকম ছিলো না যেরকম ছবিতে আছে। ইন্টারভিউতে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো জরুরি হয়ে উঠেছে সময়ের ধাক্কায়। যে সময়ে গল্প পাই আর ছবি বানাই ১৯৭০-এ তখন কলকাতার চেহারা আরো জটিল হয়ে উঠেছে, আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, আমার কাছে অনেকখানি তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। সে সময় আমার মনে হয়েছে ইন্টারভিউটাকে আমি আরও টানতে পারি এবং ইন্টারভিউয়েরই sequel হিসেবে আমি পরবর্তী অধ্যায়টা দেখাতে পারি।

ইন্টারভিউ করার পর কলকাতা মৃণাল সেনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল তাই কলকাতা। তাই ইন্টারভিউ-এর পর তৈরি করলেন কলকাতা ৭১। এটা শেষ হবার পর তাঁর মনে হয়েছিল এটাও শেষ নয় এরপরও একটা করা যাবে। এইভাবে ‘পদাতিক’।

কলকাতা বলা হলেও মৃণাল সেন মনে করতেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন জটিল হয়ে উঠছে, আরও কমপ্লেক্স আরও সিগনিফিকান্ট হয়ে উঠছে এবং এটা Afro-asian reality -র সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাই তিনি প্রতিমুহূর্তেই ভেবেছেন এই গোটা ব্যাপারটা বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। তিনি বললেন, ইন্টারভিউ কলকাতার ওপর, কলকাতা ৭১ কলকাতা নিয়ে, পদাতিকও কলকাতার ওপর। কিন্তু এটা শুধু কলকাতা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষ এবং আরো broder scale- এ এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে সমগ্র আফ্রো-এশিয় বাস্তবতা।

মতামতের মন্তাজ:

মৃণাল সেনের হাতিয়ার ছিল মার্ক্সবাদী বীক্ষণ। কারো মতে তাঁর ছবি গিমিক। তিনি নিজেও কিছুটা গিমিক মেনে নিয়েছেন। ভারতীয় ছবিতে একটা নব তরঙ্গ। বুনয়েলকে তিনি মহৎ স্রষ্টা বলেও উশৃঙ্খল বলতে চেয়েছেন। অবশ্য উশৃঙ্খল মানে পাগলামি নয়। মৃণাল সেন ও ভারতীয় ছবিতে পাগলামি চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ছবি হোক জার্নালিস্টিক, এনালিস্টিক পোস্ট রিয়ালিস্টিক। মার্কেজ এর ম্যাজিক রিয়ালিজম টোটালিটির মূল। তাই তার গল্প উপন্যাসে একই চরিত্র ঘুরে আসে। মৃণাল সেনের তেমনি কলকাতা।এবং তৈরি হয় এই ট্রিলজি।

কোচবিহারে পঞ্চবটি বন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পঞ্চবটি বন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোচবিহার বিসর্জন ঘাটে বৃক্ষরোপণ শুরু করল কোচবিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংস্থার কর্ণধার বিনয় দাস বলেন, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের প্রিয় কোচবিহার শহরকে প্রথম সুপরিকল্পিত নগর হিসেবে রূপায়িত করেছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ। তিনি সেই সময় সমস্ত শহরকে বিভিন্ন ফলের গাছ দিয়ে সাজিয়েছিলেন। কালের পরিবর্তনে আজ আর সেই সব গাছ দেখা যায় না। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ফুলের বাগান পিছনে ফলের বাগান বঙ্গ সংস্কৃতির গাছ আম, জাম কাঁঠাল, লিচুতে ভরা ছিল। এখন প্রত্যেক বাড়ি কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

আজ থেকে ১৩০ বছর আগে মহারাজা ছোট ছোট খণ্ডগণ বানিয়েছিলেন শহরের আশপাশে। তাই আমরা আবার ছোট ছোট খণ্ডবন বানানোর চেষ্টা করছি। কোচবিহার শহরে দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবেশ করার সময় একটি জায়গার নাম হরিণচওড়া, এক সময়ে হরিণ চড়ে বেড়াতো বলে হরিণচওড়া নাম হয়েছে, ঘন জঙ্গল ছিল বলেই হরিণ থাকতো। আজ আর জঙ্গল নেই কংক্রিটের ঘন জঙ্গলের পরিণত হয়েছে। সেই হরিণচওড়া এলাকায়, বাধের পার কালীবাড়ির পাশে, পাশে আমরা একটি পঞ্চবটি বন বানাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আজ, আমলকি, হরতকি, বহেড়া, নিম, বেল এই জাতীয় বৃক্ষ দিয়ে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পঞ্চবটি বন বানানোর অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশসুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, এডিএফও বিজন কুমার নাথ। কোচবিহার জেলাকে পুনরায় সবুজায়নে ভরিয়ে তুলতে আমাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে তিনি জানান।

সিতাইয়ে ৭০তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাইয়ে ৭০ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হল। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ সিতাই রবীন্দ্র নজরুল অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭০ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উৎযাপন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিতাই ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিবিড় মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া সহ অন্যান্যরা। এদিন সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের স্বাবলম্বী হয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বহু সমাজের বিভিন্ন বিষয় তিনি বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে সংগীত পরিবেশনের ডাক পেলেন উত্তরবঙ্গের শিলা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বাংলাদেশের পরেশ -ময়েন মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করার ডাক পেলেন উত্তরবঙ্গের শীলা সরকার। আন্তর্জাতিক এই মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ পেয়ে স্বভাবতই আপ্লুত শিলা। জন্মসূত্রে তিনি কোচবিহারের ডাওয়াগুড়ির বাসিন্দা, তবে আলিপুরদুয়ারে এখন তার স্থায়ী বসবাস। সংসারের কাজের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা তার দৈনন্দিন জীবনের এক অঙ্গ। স্বামী ও দুই পুত্র নিয়ে সংসার করার পাশাপাশি সঙ্গীতকেও তিনি আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তিনি তার সঙ্গীত পরিবেশন করে অগণিত দর্শকদের মন জয় করেছেন। উত্তরবঙ্গের এই সঙ্গীতশিল্পী পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পাওয়ার কথা শুনে তার গানের শ্রোতারাও খুশি প্রকাশ করেন। এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে শিলা দেবীকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান

আমি বাংলাদেশে আমন্ত্রণ পেয়ে ভীষণ খুশি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল আমি ভারতের বাইরে কোথাও সঙ্গীত পরিবেশন করতে যাবো। আজ সে ইচ্ছেটা পুরণ হতে চলেছে। তার জন্য আমি সবার আগে ধন্যবাদ জানাই পরেশ -ময়েন মেলার সভাপতি শ্রী মৃনালকান্তি রায় মহাশয়কে এবং ধন্যবাদ জানাই আমার পরিবারের ও প্রিয়জনদের। আমার পরিবারের সকলের সহযোগিতা না পেলে আমি হয়তো বা এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। আমার যখন বয়স ৫ বছর তখন বাবার হাত ধরেই সঙ্গীত জগতে আসা। আমার প্রথম গুরু আমার বাবা। আজ আমার বাবা নেই, তবে আমি বিশ্বাস করি বাবা আমার সাথেই আছেন এবং সবই দেখতে পাচ্ছেন। আমি হয়তো গানকে সেভাবে ভালবাসতে পারিনি কিন্তু গান আমাকে ছাড়েনি। আমার জীবনেও অনেক সমস্যাই ছিল তবুও আমি গান ধরে রাখার চেষ্টা করেছি এবং আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন এভাবেই ধরে রাখার চেষ্টা করবো। তবে আজ আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে খুবই আপ্লুত। গুরুজন সহ সকলের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে ভারতের বাইরে যাবো।

বদলে যাবে বর্ধমান রোড

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: চওড়া হচ্ছে বর্ধমান রোডের দুইপাশ। ৮ মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলা হবে বলে জানা গিয়েছে। বর্ধমান রোডে নতুন উড়ালপুলের কাছ থেকে তিনবাত্তি মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুইপাশ চওড়া হচ্ছে। শহরে যেভাবে যান চলাচলের সংখ্যা বাড়ছে তার জন্য ট্রাফিক যানজট দূর করতে রাস্তা বড় করার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই জলপাইমোড়ের কাছে রাস্তা বড় করার কাজ শুরু করেছে পিডব্লিউডি। বুধবার রাস্তার কাজ দেখতে সেখানে যান মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচে রাস্তা চওড়া করা হবে। পেভার ব্লক দিয়ে রাস্তা হবে। এদিকে জলপাইমোড়ের কাছে বাজারের বেশকিছু দোকান রাস্তার উপরে রয়েছে। সেই দোকানগুলিকেও সরানো হবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও আলোচনায় বসা হবে বলে জানান মেয়র। এছাড়াও ৭ কোটি টাকায় এসএফ রোডও চওড়া হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বক্সিরহাট: বৃহস্পতিবার সকালবেলায় গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় নিজের ছেলেকে দেখতে পেলো মা। জানা গিয়েছে বছর তেইশের ওই যুবক রাতে অনুষ্ঠান দেখতে বাড়ি থেকে বের হয়। এইদিন সকালবেলায় ওই যুবকের মা বাঁশবাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় তার ছেলেকে দেখতে পায়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনাটি ঘটেছে ভানুকুমারী-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগৎপাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুরু হতে চলেছে ১৩ তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ১১ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ১৩ তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার এবং জনশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেলার সম্পর্কে বিস্তারিত জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঝে এই মেলার আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টির মতো স্টল থাকবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীণ,

নগর ও জেলাভিত্তিক গ্রন্থাগার গুলিকে যথাক্রমে ১৫০০০, ১৮০০০ ও ৪০০০০ টাকা করে দেওয়া হবে এবং তা দিয়ে বই কেনা হবে। এ বছরের এই বইমেলার থিম রয়েছে 'ভাষা শিখবো, বই লিখবো'। এই থিমকে সামনে রেখে উদ্বোধনের দিন একটি শোভা যাত্রার আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে বইমেলা চলাকালীন থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ছাগল প্রতিপালন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী শচীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: তিস্তা নদীর চরে দেশী ছাগল প্রতিপালন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী চাষী শচীন রায়। শচীনবাবু চাষবাস করার পাশাপাশি ছাগলও প্রতিপালন করেন এবং ছাগল প্রতিপালন করে বর্তমানে যথেষ্ট লাভের মুখ দেখছেন তিনি। শচীনবাবু জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের প্রসন্ন নগর পাড়া-৫ নং তিস্তা নদীর সংলগ্ন এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। শচীনবাবু বলেন, তিনি মূলত চাষবাস করেন তবে বিগত কয়েক বছর যাবত তিনি ছাগল প্রতিপালন করে আসছেন। তিনি হিসেব-নিকেশ করে দেখেন চাষবাসের চাইতে ছাগল প্রতিপালন করে তিনি অনেকটাই অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। তবে ছাগল প্রতিপালন করতে অনেক সময় খানিকটা অসুবিধার মধ্যেও পড়তে হয়। কারণ একটু অসতর্ক হলেই শিয়ালের দল ছাগল এবং ছাগলের বাচ্চা নিয়ে চম্পট দেয়। তিনি আরো বলেন মনোযোগ এবং সতর্কতার মধ্য দিয়ে যদি প্রতিপালন করা যায় তাহলে এই ছাগল প্রতিপালনে যথেষ্টই লাভ রয়েছে।

দিনহাটার আটিয়াবাড়িতে সালিশি সভায় গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: সালিশি সভায় নির্যাতিতা সহ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও পরিবারের লোকজনদের মারধরের অভিযোগ উঠল গৃহবধুর শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটায়-১ নম্বর ব্লকের আটিয়াবাড়ি এলাকায়। মারধরের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শুভ সাহা ও নির্যাতিতা পিঙ্কি দেবনাথ সহ পাঁচজন প্রচন্ড আহত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মারধর করার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই গৃহবধূর শ্বশুর মন্টু দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের আটিয়াবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্টু দেবনাথের ছেলে রিন্টু দেবনাথের সঙ্গে পিঙ্কি দেবনাথের বিয়ে হয়। রিন্টু দেবনাথ সেনাবাহিনীর কর্মী। ইতিমধ্যেই পিঙ্কি দেবনাথ দুই সন্তানের জননী। বেশ কিছুদিন ধরেই পিঙ্কি দেবীর সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। পিঙ্কি দেবনাথ তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবার বাড়িতে যেতে বাধ্য হয়। বিষয়টি মিটমাট করতে এদিন দুপুরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শুভ সাহার মধ্যস্থতায় একটি সালিশি সভা বসে। সেই সভায় পিঙ্কি দেবীর শ্বশুর বাড়ির লোকজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং গৃহবধূ পিঙ্কির উপর চড়াও হয়। ঘটনার কথা জানতে পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির লোকজন সেখানে এলে তাদের উপরেও মারধর শুরু করে বাড়ির লোকজন। ওই ঘটনার কথা এলাকায় প্রচার হতেই আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং উভয়পক্ষকে থামানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনার স্থলে ছুটে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ওই ঘটনায় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং গৃহবধূ পিঙ্কি দেবনাথ সহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়। তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং পিঙ্কির শ্বশুর মন্টু দেবনাথকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় এলাকায় প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

AmpIn-এর বিনিয়োগে ভারতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি

কলকাতা: ভারতের অন্যতম পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি স্থানান্তর সংস্থা AmpIn Energy Transition, ৩১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে চলেছে। ৬০০ মেগাওয়াটের বেশি রিনিউয়েবল এনার্জি প্রকল্পের পাশাপাশি সোলার সেল ও মডিউল উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এই অঞ্চলে কোম্পানির ২০০ মেগাওয়াটের বৃহত্তম সোলার ওপেন অ্যাক্সেস পোর্টফোলিও, CESC-এর সঙ্গে ২৫০ মেগাওয়াটের উইন্ড-এয়ার হাইব্রিড প্রকল্প ও শিল্প গ্রাহকদের জন্য ১০.৫ মেগাওয়াটের বৃহত্তম মিটার ইন্ডাস্ট্রি- সোলার প্রকল্প রয়েছে। AmpIn গ্রাহকদের ২৫-৪০% শক্তি সাশ্রয় ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতেও সাহায্য করছে। কোম্পানিটি মার্কি গ্রাহকদের সিমেন্ট ও স্টিল, আইটি ও ডেটা সেন্টার, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং, এফএমসিজি, ইউটিলিটির মতো বিভিন্ন বিষয়ে পরিসেবা দেয়। AmpIn-এর এমডি এবং সিইও পিনাকী ভট্টাচার্য বলেছেন "AmpIn যেকোনও গ্রাহককে ১০০% রিনিউয়েবল এনার্জি পেতে সহায়তা করে। গ্রীন এনার্জি ওপেন অ্যাক্সেসের মতো সঠিক নীতির মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব।"

AmpIn উড়িষ্যায় একটি অত্যাধুনিক ১.৩ গিগাওয়াটের সৌরশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে। এই ইউনিটটি চাকরির সুযোগ বাড়াবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর হিসেবে পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব বাড়াবে। Ampln বৃহস্পতিবার কলকাতায় শিল্প সংস্থা FICCI-এর সঙ্গে পার্টনারশিপে সেমিনার করে। যেখানে সরকার, শিল্প, ফিনান্সিয়ারি বিভিন্ন ক্ষেত্রের এনার্জি বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। AmpIn-এর পোর্টফোলিও দেশের ১৭টি রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর এবং কলকাতায় আঞ্চলিক অফিস ও নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর রয়েছে। এটি ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সমর্থন পেয়েছে।

আইশর-এর তার নতুন রেঞ্জ উন্মোচন করেছে

কলকাতা: ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলস লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক ইউনিট, আইশর ট্রাকস অ্যান্ড বাসেস, আইশর নন-স্টপ সিরিজ উন্মোচন করার ঘোষণা করেছে। নতুন রেঞ্জে হেভি-ডিউটি ট্রাক যা দেশে দ্রুত বিকশিত লং রেঞ্জ পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নন-স্টপ সিরিজে চারটি নতুন হেভি-ডিউটি ট্রাকে রয়েছে শক্তিশালী এবং জ্বালানি-দক্ষ ইঞ্জিন দিয়ে তৈরি এবং সংযুক্ত পরিষেবা ইকোসিস্টেম দ্বারা সমর্থিত, যাতে বহরের মালিকদের পারফরম্যান্স উন্নত করা এবং হাই আপটাইম প্রদান করা হয়। The Eicher Pro 6019XPT, টিপার; Eicher Pro 6048XP, পরিবহন ট্রাক; Eicher Pro 6055XP এবং Eicher Pro 6055XP 4x2, ট্রাক্টর-ট্রাকগুলি ভারী, মাঝারি এবং হালকা ডিউটি ট্রাক এবং বাসগুলির ব্যাপক লাইন-আপের পরিপূরক। লঞ্চের বিষয় সম্পর্কে, ভিইসিভি-এর এমডি এবং সিইও বিনোদ আগরওয়াল জানিয়েছেন, "আমরা এইচডি ট্রাকের নন-স্টপরেঞ্জ প্রবর্তন করতে পেরে আনন্দিত যা নতুন শিল্পের মান স্থাপন করবে, এবং আমাদের গ্রাহকদের সাফল্যের প্রতিই নয়, আমাদের উৎসর্গের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমাদের শিল্প-নেতৃস্থানীয় আপটাইম সেন্টার এবং MyEicher অ্যাপ দ্বারা সমর্থিত, এই নতুন রেঞ্জ আইশর গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি উৎপাদনশীলতা এবং লাভ প্রদান করবে।"

কার্ডিয়াক কেয়ারে এগিয়ে এল কলকাতা হার্ট লাং সেন্টার ও হার্টনেট ইন্ডিয়া

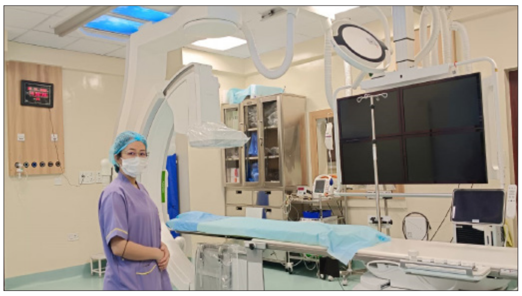

কলকাতা: সম্প্রতি ভারতে অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বেড়েছে। এই সমস্যা সমাধানে এবার কলকাতার ২৪/৭, IoT-ভিত্তিক কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট হার্টনেট ইন্ডিয়ার 'আসান' মিলিত হয়েছে ২০২১ সাল থেকে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব ভারতে হার্টের চিকিৎসায় অন্যতম কলকাতা হার্ট লাং সেন্টারের (KHLC) সঙ্গে। এই পার্টনারশিপের লক্ষ্য কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (CVD-সিভিডি) প্রতিরোধে করতে উন্নত কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের পরিকাঠামো তৈরি।

KHLC-এর প্রতিষ্ঠাতা-সিইও এবং চিফ কার্ডিওলজিস্ট ডঃ সুনিপ ব্যানার্জি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য ৩০০টি কার্ডিয়াক স্ক্রিনিং লোকেশন তৈরি করা। প্রাথমিক স্ক্রিনিং, দ্রুত রোগ নির্ণয়, সময়মত চিকিৎসা সহ সম্পূর্ণ কার্ডিয়াক কেয়ারকে উন্নত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হার্টনেট ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিলে পূর্ব ভারতে আমরা স্বল্প মূল্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার চেষ্টা করব।"

হার্টনেট ইন্ডিয়ার সিইও এবং ডিরেক্টর অরিন্দম সেন বলেছেন, "আমরা ভারতজুড়ে কার্ডিয়াক স্বাস্থ্যসেবা দিতে KHLC-এর সঙ্গে হাত মেলাতে পেরে আনন্দিত। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিভিডি প্রতিরোধে উন্নত চিকিৎসার প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে জনসমাজে সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রচারাভিযান এবং আউটরিচ প্রোগ্রামে হার্টের সমস্যার কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা হবে। এভাবেই পূর্ব ভারতের স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত নিশ্চিত করা সম্ভব।" সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের মধ্যেই হার্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে যা পরবর্তিতে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব ভারতে কার্ডিয়াক সমস্যা বেশি। তাই সিভিডি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি।

আইটিসি এনগেজ-এর উপস্থাপনা 'হঠাৎ দেখা'

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম সুগন্ধি ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি আইটিসি এনগেজ, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম Hoichoi-এর সহযোগিতায়, নিয়ে এল "হঠাৎ দেখা" নামে পাঁচটি শর্ট ফিল্মের একটি সিরিজ। এই সিরিজটি তুলে ধরেছে নতুন কানেকশন এবং তার সঙ্গে জীবনের টুকরো টুকরো রোম্যান্সের মুহূর্ত। আজকের প্রজন্ম ভালোবাসে বর্তমানে বাঁচতে। "এংগেজ সাডেনলি"-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হঠাৎ দেখা নিয়ে এল সেই সব প্রেমের মুহূর্তকে, যেমন, টিউশনে বা কলেজে চোখে চোখ পড়া, অফিসে, পূজা প্যান্ডালে বা সিনেমা হলে প্রথম দেখা ইত্যাদি।

দর্শকরা এখানে দেখবেন কীভাবে এনগেজ পকেট পারফিউম এমন এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করবে, যা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়তে বাধ্য করবে এবং তারা এক নতুন সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাবে। আইটিসি লিমিটেডের পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্টস বিজনেস ডিভিশনের চিফ এক্সিকিউটিভ সমীর সতপথি বলেন, "আজকের তরুণরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ততা খোঁজে। সুগন্ধি হল ব্যক্তিগত সাজ-সজ্জার এক অন্যতম দিক যা সকলকে আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। তাদের যেকোনও ব্যস্ত সময়েও নতুন শুরুর জন্য প্রস্তুত রাখে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, আইটিসি এনগেজ হঠাৎ দেখার মতো আকস্মিক মুহূর্তগুলির মজাদার রসায়নকে উপভোগ ও উদযাপন করতে সাহায্য করবে।" হঠাৎ দেখা এখন হইচই মিনিজে লাইভ। নতুন পর্ব "হঠাৎ দেখাঃ টিউশন"

সিম্পল স্কিনকেয়ার ওয়াটার বুস্ট রেঞ্জ উন্মোচন করেছে

কলকাতা: সিম্পল তাদের ওয়াটার বুস্ট রেঞ্জ উন্মোচন করেছে যা ত্বককে সারাদিন হাইড্রেশন প্রদান করে। এই রেঞ্জের ৪টি বৈপ্লবিক প্রোডাক্ট ডার্মাটোলজিক্যালি পরীক্ষিত এবং অনুমোদিত। এগুলি চক্ষুবিদ্যাগতভাবে পরীক্ষা করা হয়, যা সেনসিটিভ ত্বক ব্য বহারকারীদের জন্যও উপযুক্ত, হাইপোঅ্যালার্জেনিক এবং নন-কমেডোজেনিক। রেঞ্জটি পিইটিএ সার্টিফাইড ক্রুয়েলটি ফ্রি, এতে কোনো রঙ, সুগন্ধ, অ্যালকোহল এবং কোনো প্যারাবেনস যুক্ত নেই এবং এগুলি পুরুষ এবং মহিলাদের উভয়ের জন্য উপযুক্ত

সিম্পল ওয়াটার বুস্ট মাইসেলার ফেসিয়াল জেল ওয়াশঃ মেক-আপ, ময়লা এবং ইম্পিউরিটিজকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলে ত্বককে পরিষ্কার, সতেজ, হাইড্রেটেড এবং রিভাইভড করে। এটি 4% হাইড্রেটিং অ্যাক্টিভ দিয়ে তৈরি, এই ফেস ওয়াশটি ১০০% সাবান মুক্ত, উদ্ভিদ থেকে নেওয়া পেন্টাভিটিন প্রিবায়োটিক, ভিটামিন ই এবং প্রো-ভিটামিন বি ৫ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন রয়েছে। যার মূল্য ৩৯৯ টাকা। ১০০ ঘন্টা হাইড্রেশনের জন্য সিম্পল ওয়াটার বুস্ট হাইড্রেটিং জেল ক্রিমঃ ত্বককে নরম, মসৃণ এবং সতেজ রাখে। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই উপযুক্ত এবং সমস্ত ত্বকের ধরন, বিশেষ করে শুষ্ক এবং ডিহাইড্রেটেড ত্বক, এর হালকা ওজন, নন গ্রেসি এবং ফাস্ট আবসর্বিং ফর্মুলা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য আদর্শ। গ্লিসারিন যা ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা পূরণ করতে এবং ভিটামিন ই ত্বককে নরম করার জন্য সাহায্য করে। যার মূল্য ৪৯৯ টাকা।

১০০ ঘন্টা হাইড্রেশনের জন্য সিম্পল ওয়াটার বুস্ট স্কিন কুয়েঞ্চ স্লিপিং ক্রিমঃ এটি ১১% হাইড্রেটিং অ্যাক্টিভের একটি বিশেষ মিশ্রণ যা রাতারাতি ত্বকের হাইড্রেশন ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। বিশেষভাবে মিশ্রিত হাইড্রেটিং জেল ক্রিম সকালে নরম, কোমল এবং মসৃণ ত্বক দিতে রাতারাতি ত্বকের প্রাকৃতিক হাইড্রেশন প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলে। যার মূল্য ৪৯৯ টাকা। সিম্পল হাইলরোনিক অ্যাসিড + ভিটামিন B5 বুস্টার সিরামঃ মাল্টি-ভিটামিন ইনফিউশন ৭২ঘন্টা হাইড্রেশন প্রদান করে। নন গ্রেসি এবং নন-স্টিকি ফর্মুলার সাহায্যে, ত্বকের জ্বালাপোড়ার লক্ষণগুলি দূর হয় এবং সূক্ষ্ম রেখার উপস্থিতি কম হয়। এটি ৯৫% প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত এবং ৯৬% বায়োডিগ্রেডেবল। ৫.৫-৬.৫ এর এবং ডার্মাটোলজিক্যালি পরীক্ষিত এবং অনুমোদিত, হাইপোঅলার্জেনিক এবং নন-কমেডোজেনিক। যার মূল্য ৬৮৫ টাকা। প্রোডাক্টগুলি উপলব্ধ- https://www.simpleskincare.in/collections/waterboost

টাটা স্টিল কলকাতার ইভেন্টে কলিন জ্যাকসন

কলকাতা: টাটা স্টিল কলকাতার প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল প্রমোটার পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য আন্তর্জাতিক ইভেন্ট অ্যাম্বাসেডর হিসাবে বেছে নিয়েছেন ১১০ মিটার হার্ডলসে বিশ্ব রেকর্ড করা কলিন জ্যাকসনকে। যা 'আমার কলকাতা, আমার রান' অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। জ্যাকসন ১৯৮৬ সালে কমনওয়েলথ গেমসে তার প্রথম পদক পান। তিনি ১৯৯৩ সালে স্টুটগার্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জয়ের বিশ্ব রেকর্ড গড়েন এবং ১৯৯৯ সালে আবার বিশ্ব শিরোপা অর্জন করেন। জ্যাকসন বলেছেন, "TSK 25K-এর অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত।" টাটা স্টীলের ভাইস প্রেসিডেন্ট চাণক্য চৌধুরী বলেছেন, "জ্যাকসনের উপস্থিতি অংশগ্রহনকারীদের উৎসাহিত করবে।"

তিনি টানা ১২ বছর ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত ছিলেন। তাঁর জয়ের তালিকায় রয়েছে দুটি কমনওয়েলথ গেমস গোল্ড (১৯৯০, ১৯৯৪), একটি ওয়ার্ল্ড ইনডোর হার্ডলস চ্যাম্পিয়নশিপ এবং দুটি ইউরোপীয় ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপ। তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন – 'লাইফস নিউ হার্ডলস', 'দ্য ইয়াং অ্যাথলিট', 'দ্য অটোবায়োগ্রাফি', ইত্যাদি। কলিন এবং তাঁর বোন সুজান প্যাকার, 'গো ড্যাড রান' প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও সচেতনতা ছড়াতে সহায়তা করে।

বিবিসির ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে একজন ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার হিসাবে সফল ক্যারিয়ার ছিল কলিনের। প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনালের এমডি বিবেক সিং, জে.টি. বলেন, "কলিন জ্যাকসন হল ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রেরণা।" TSK 25K-তে রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকবে tatasteelkolkata25k.procam.in এই লিঙ্কে, ২৬ নভেম্বর রাত ১১.৫৯ পর্যন্ত। বিভাগগুলি হল আনন্দ রান (৪.৫ কিমি), সিলভার রান (২.৩ কিমি), এবং চ্যাম্পিয়নস উইথ ডিসএবিলিটি রান (২.৩ কিমি)।

ভারত থেকে এমএসএমই রপ্তানি বাড়াতে একত্র অ্যামাজন এবং ডিজিএফটি

মুম্বই: ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) সক্ষম করতে এবং দেশ থেকে ই-কমার্স রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, অ্যামাজন ইন্ডিয়া মউ চুক্তি করল ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফরেন ট্রেডের সঙ্গে। এই চুক্তির অংশ হিসাবে, অ্যামাজন এবং ডিজিএফটি, ডিজিএফটি দ্বারা চিহ্নিত ৭৫টি জেলায় এমএসএমই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ শিবির এবং কর্মশালা করবে। এটি মার্চ মাসে প্রবর্তিত বিদেশী বাণিজ্য নীতি অনুযায়ী জেলাগুলিকে রপ্তানি হাব হিসাবে গড়ে তোলার অংশ। উদ্যোগটি গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত জেলাগুলির স্থানীয় উৎপাদকদের বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। মউ স্বাক্ষরের সময় ছিলেন শ্রী সন্তোষ সারঙ্গী (অতিরিক্ত সচিব এবং ডিজিএফটি মহাপরিচালক), চেতন কৃষ্ণস্বামী (ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাবলিক পলিসি – অ্যামাজন) এবং ভূপেন ওয়াকাঙ্কর (ডিরেক্টর গ্লোবাল ট্রেড – অ্যামাজন ইন্ডিয়া)।

অ্যামাজন এবং ডিজিএফটি এমএসএমইকে ই-কমার্স রপ্তানি সম্পর্কে শিক্ষিত করবে এবং তাদের পণ্যগুলিকে সারা বিশ্বের গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করতে সক্ষম করবে। অ্যামাজন থার্ড পার্টি সার্ভিস প্রোভাইডার হোস্ট করে এমএসএমইগুলিকে ইমেজিং, পণ্যের ডিজিটাল ক্যাটালগিং, ট্যাক্স পরামর্শ পেতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে ভারতীয় উদ্যোক্তারা তাদের ই-কমার্স রপ্তানি ব্যবসা এবং বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারে।

শ্রী সন্তোষ সারঙ্গী বলেন, - "দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাজ এক্সপোর্টস হাব উদ্যোগ প্রতিটি জেলাকে রপ্তানি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে। বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায়, ডিজিএফটি ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে ২০০-৩০০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।"

উত্তর পূর্বে নারী ক্ষমতায়নে এগিয়ে এল মেক মাই ট্রিপ ও মহিলা উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম (ডব্লিউইপি)

কলকাতা: মহিলা উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম (ডব্লিউইপি)-এর সঙ্গে পার্টনারশিপে মেক মাই ট্রিপ "প্রজেক্ট মৈত্রী" চালুর ঘোষণা করেছে। দেশের উত্তরপূর্বে মহিলা চালিত হোম স্টে-গুলিকে আরও উন্নত করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। ইটানগরের দর্জি খান্ডু স্টেট কনভেনশন সেন্টারে চালু হওয়া এনাবেলিং উইমেন-লেড ডেভেলপমেন্ট ইন অরুণাচল-ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পেমা খান্ডু।

প্রকল্পের অংশ হিসাবে, কয়েকজন নির্বাচিত অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ প্রশিক্ষণ পাবেন। এই প্রশিক্ষণে আতিথেয়তা, নিরাপত্তা, ডিজিটাল ব্যবসার বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হবে। তিনজন শ্রেষ্ঠ হোমস্টের মালিককে পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। WEP-এর মিশন ডিরেক্টর মিস আন্না রায় বলেন, "প্রকল্পটি নারী-উদ্যোক্তাকে শক্তিশালী করার জন্য বানানো হয়েছে যা লিঙ্গ-সমতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করবে।" MakeMyTrip-এর কো-ফাউন্ডার ও গ্রুপ সিইও রাজেশ মাগো বলেন, "আমরা এই প্রয়াসে WEP-এর সঙ্গে অংশীদার হতে পেরে গর্বিত এবং ভারতের পর্যটন শিল্পের প্রাণবত্তা এবং বৈচিত্র্যে অবদান রাখার অপেক্ষায় আছি।"

WEP-কে এখন নীতি আয়োগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ উইমেন অন্ট্রেপ্রনুয়রদের জন্য ইনফরমেশন সার্ভিসে ওয়ান স্টপ সমাধান আনতে পারে। এছাড়াও গভর্নমেন্ট ও প্রাইভেট সেক্টরের ইনিশিয়েটিভের জন্য স্মার্ট-ম্যাচ বেস প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি নলেজ বেস কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম, মেন্টরশিপ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মতো সুবিধা অফার করে। এই প্রজেক্টে আবেদনের জন্য WEP ওয়েবসাইট খোলা হবে ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে।

ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অ্যামাজনের চুক্তি

শিলিগুড়ি: মিনিস্ট্রি অব পোর্টস, শিপিং, অ্যান্ড ওয়াটারওয়েস এর ইনল্যান্ড ওয়াটারোয়েস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (IWAI)-এর সঙ্গে মউ চুক্তি স্বাক্ষর আমাজন ইন্ডিয়ার। লক্ষ্য কাস্টোমার প্যাকেজ পরিবহনে বিবর্তন আনা। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে আমাজন ভারতের প্রথম ই-কমার্স কোম্পানি হয়ে উঠেছে যা অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন ব্যবহার করে, কোম্পানির পরিবহন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে। প্রধানমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, IWAI-এর সঙ্গে অ্যামাজনের এই চুক্তি সেই বিষয়টিকে জোরালো করে।

এবার অ্যামাজন ইন্ডিয়া ও IWAI দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথে কার্গো চালাতে নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। শীঘ্রই তারা পাটনা থেকে কলকাতা জলপথে পাইলট প্রজেক্ট শুরু করবে। গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং ই-কমার্স শিল্পের উন্নতিতে আমাজনের এই পদক্ষেপ কোম্পানির অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। মিনিস্ট্রি অব পোর্টস, শিপিং, অ্যান্ড ওয়াটারওয়েস-এর ক্যাবিনেট মিনিস্টার শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের বক্তব্য, "আমাদের লক্ষ্য নদীপথে পণ্য পরিবহন বাড়িয়ে অর্থনীতিকে আরও জোরদার করা। আমাজন ইন্ডিয়া কে এই চুক্তির জন্য অভিনন্দন।"

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার অপারেশন বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিনব সিং বলেন, "গত কয়েক বছরে, আমজনের পরিবহন এবং লজিস্টিক পরিকাঠামো উন্নতিতে আমরা ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছি। বর্তমান চুক্তিটি অভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা নিয়ে আসবে।" অ্যামাজন কাস্টোমার প্যাকেজগুলির দ্রুত, সাশ্রয়ী, টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ে ডেলিভারি নিশ্চিত করতে রেল, বিমান, জল সহ দেশের সম্ভাব্য সব পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

স্কোডার নতুন লঞ্চে এলিগ্যান্স ছড়াচ্ছে ক্লাসিক কুশাক ও স্লাভিয়া

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া বাজারে নিয়ে এল কুশাক এবং স্লাভিয়ার নতুন এবং এক্সক্লুসিভ রেঞ্জ। নতুন গাড়ি বাজারে সীমিত পরিমাণে উপলব্ধ এবং তাতে ১.৫ টিএসআই ইঞ্জিন থাকবে।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পিটার সল্ক বলেছেন, "Kushak এবং Slavia-র Elegance Edition একটি সীমিত অফার হিসেবে চালু হবে। ক্লাসিক কালো রঙের গাড়ির বিশেষ চাহিদা রয়েছে। নতুন সংস্করণের নান্দনিকতা, রঙ এবং ডিজাইন গাড়ির মালিকদের গর্ববোধ করতে বাধ্য করবে।" নকশা উভয় গাড়ির নান্দনিকতা বাড়ায় একটি ক্রোম লোয়ার ডোর গার্নিশ এবং বি-পিলারে ক্যালিগ্রাফি। স্লাভিয়াতে আরও একটি ক্রোম ট্রাঙ্ক গার্নিশ এবং একটি স্কাফ প্লেট রয়েছে যার মধ্যে 'স্লাভিয়া' খোদাই করা। কুশাককে একটি ১৭-ইঞ্চি (৪৩.১৮ সেমি) VEGA ডুয়াল টোন অ্যালয় ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। স্লাভিয়ার ক্লাসিক সেডান লাইনের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে ১৬-ইঞ্চি (৪০.৬৪ সেমি) উইং অ্যালয় হুইলস দ্বারা। কেবিন স্টিয়ারিং হুইলে 'এলিগেন্স' ব্যাজ থাকবে। ফুটওয়েল এলাকায় স্পোর্টি অ্যালুমিনিয়াম প্যাডেল রয়েছে। থাকবে আকর্ষণীয় টেক্সটাইল ম্যাট এবং 'এলিগেন্স' ব্যান্ডের কুশন, সিট-বেল্ট কুশন এবং নেক রেস্ট। এক্সক্লুসিভিটি গাড়িগুলিতে ১.৫ টিএসআই টার্বো পেট্রোল ইঞ্জিন রয়েছে। গ্রাহকরা এটিকে ৭-স্পীড ডিএসজি স্বয়ংক্রিয় বা ৬-স্পীড সয়ংক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত করে বেছে নিতে পারেন। উপকরণ ড্রাইভার এবং সহ-চালকের জন্য বৈদ্যুতিন আসন এবং আলোকিত ফুটওয়েল, ২৫.৪ সেমি ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রীন থাকবে। সিস্টেমটি অ্যাপল কার-প্লে এবং অ্যান্ড্রয়েড অটোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। থাকবে ৬টি স্পিকার। ১.৫ টিএসআই উন্নত ১.৫-লিটার ইভিও-জেনারেশন পাওয়ারপ্ল্যান্ট, এই চার-সিলিন্ডার টার্বো পেট্রোল ইঞ্জিন ১১০ kW (১৫০ PS) শক্তি এবং ২৫০ Nm টর্ক তৈরি করে এছাড়াও থাকবে সবচেয়ে নিরাপদ ফ্লিট।

শিশুদের সার্বিক বৃদ্ধি ও বিকাশে পুষ্টির গুরুত্ব

কলকাতা: বিশ্বব্যাপী পিতামাতারা তাদের সন্তানদের উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন। খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যকলাপের মতো বিষয়গুলি ওজন ও বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে। অপুষ্টির কারণে স্টান্টিং (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা), আন্ডারওয়েট (বয়সের তুলনায় কম ওজন) এবং ওয়েস্টিং (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন)-এর মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৪৯ মিলিয়ন অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী স্টান্টড বা স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হওয়া শিশু রয়েছে। যার এক তৃতীয়াংশ বা ৪০.৬ মিলিয়ন শিশুই রয়েছে ভারতে। স্টান্টিং শুধুমাত্র স্বাভাবিক বৃদ্ধিই ব্যহত করে না, এতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরে। অ্যাবটস নিউট্রিশন বিজনেসের চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের ডাঃ গণেশ কাধে বলেন, "পুষ্টির শিশুদের সার্বিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ নিশ্চিত করে। অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমন্বিত সুষম পুষ্টি গ্রহণের দিকে নজর দেওয়া। অ্যাবট, অপুষ্টি সমাধানের জন্য অ্যাবট সেন্টার চালু করেছে।"

পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজিস্ট প্রফেসর পেদ্রো অ্যালারকন বলেন, "স্টান্টিং এমন একটি অবস্থা যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পুষ্টিকর সম্পূরক পানীয় খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজের শোষণ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।" কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের পরামর্শক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শুভাশিস রায় MBBS, DCH, MD (Ped), বলেন, "২০১৯ ২০২০-এর রাষ্ট্রীয় স্তরের NFHS রিপোর্ট অনুযায়ী, অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩৩.৮% স্টান্টড ও ৬৯% শিশু রক্তশূন্যতায় ভুগছে। তাই, অভিভাবকদের উচিত সুষম খাদ্য নিশ্চিত করে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা।"

বীমার চাহিদা পূরণে বাজাজ আলিয়াঞ্জ

তমলুক: বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, তমলুকে নতুন অফিসের উদ্বোধনের করেছে। এই সম্প্রসারণের লক্ষ্য ভারতের শহর ও শহরতলি জুড়ে বীমা প্রবেশ বাড়ানো এবং নাগরিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এর মাধ্যমে বাজাজ আলিয়াঞ্জ এই অঞ্চলে গ্রাহকদের কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারবে।

নতুন অফিসের উদ্বোধন সম্পর্কে, বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও তপন সিংহেল জানিয়েছেন, "আমরা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি অথবা দুর্ঘটনা থেকে তমলুকের নাগরিকদের বীমার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবো।"

বিক্রেতাদের সুবিধার্থে কোকা-কোলা নতুন পরিকল্পনা

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্সে তার অনবোর্ডিং ঘোষণা করেছে। প্রাথমিক অ্যাসোসিয়েশনটি সেলারঅ্যাপ-এর মাধ্যমে সাপোর্ট করছে, যা কোকা-কোলাকে তার ডেটা-চালিত অন্তর্দৃষ্টি, বাজার বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলগুলির সাহায্যে ওএনডিসি নেটওয়ার্ককে সাহায্য করবে। কোকা-কোলা তার নিজস্ব মার্কেটপ্লেস, 'কোক শপ' এক্সক্লুসিভভাবে ওএনডিসি প্ল্যাটফর্মে উন্মোচন করেছে।

ওএনডিসি নেটওয়ার্কে যোগদানের মাধ্যমে- ডিপার্টমেন্ট অফ প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক, ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ডিজিটাল বাণিজ্যে বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় গ্রাহক বেস সরবরাহ করতে প্রস্তুত। এই অভিজ্ঞতার সুবিধার্থে, প্রযুক্তি সক্ষমকারী সেলারঅ্যাপ, অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেন্টরি ট্র্যাকিংকে স্ট্রীমলাইন করবে এবং ওএনডিসি অর্ডারগুলিকে সহজেই আইডেন্টিফাই করবে। 'কোক শপ' মার্কেটপ্লেস মডেলের মাধ্যমে, কোকা-কোলা পাইকারি বিক্রেতাদের প্রোডাক্ট বিক্রি করতে সাহায্য করে তাদের উপকৃত করছে। একই সাথে গ্রাহকদের কাছ থেকে ক্রয় করার জন্য একাধিক টাচপয়েন্টের সুবিধা দিচ্ছে।

এই মডেলটি সফলভাবে কার্যকর করার জন্য, কোকা-কোলা এনস্টোর টেকনোলজিস-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যারা একটি 'টেকনোলজি ক্যাটালিস্ট'-এর ভূমিকা পালন করবে, যা পাইকারি বিক্রেতাদের ডিজিটাল অর্ডার-টু-ডেলিভার এবং গ্রাহকদের ইনভলভমেন্টকে যুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের ডিজিটাল বৃদ্ধির কৌশল লেখতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে ওএনডিসি-এর এমডি এবং সিইও, টি কোশি জানিয়েছেন, "আমরা এই রূপান্তরমূলক যাত্রায় কোকা কোলা-কে আমাদের নেটওয়ার্কে যোগ দিতে দেখে খুশি এবং নেটওয়ার্কে ক্রেতাদের জন্য বর্ধিত পছন্দের অফার করার সাথে সাথে গ্রাহকদের একটি ব্যতিক্রমী কেনাকাটার অভিজ্ঞতা দিতে পেরেছি। ওএনডিসি-তে, আমাদের লক্ষ্য স্থানীয় পাইকারি বিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন করা, তাদের ডিজিটাল দৃশ্যমানতা তৈরিতে সহায়তা করা এবং তাদের ব্যবসার উন্নতি করা।"

উত্তর পূর্ব ভারতে হস্তশিল্প ও তাঁত উন্নয়নে ফ্লিপকার্টের মউ চুক্তি

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট চুক্তিবদ্ধ হল গুয়াহাটির নর্থ-ইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফট অ্যান্ড হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NEHHDC) লিমিটেড সঙ্গে। উত্তর-পূর্ব ভারতের কারিগরদের ক্ষমতায়ন, তাঁত ও হস্তশিল্প ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সক্ষম করতেই এই চুক্তি।

১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, NEHHDC-এর লক্ষ্য আদিবাসী হস্তশিল্পের বিকাশ এবং প্রচার। এবার সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স সংস্থা। NEHHDC-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার ড. রাজীব কুমার সিং (অব.) বলেন, "তাঁত এবং হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের ক্ষমতায়ন, ব্যবসায় বৃদ্ধি, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করতেই এই উদ্যোগ। আমরা ফ্লিপকার্ট 'সমর্থ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ব্যবসার সুযোগ করে দেব যা রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিতেও সহায়ক।"

ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মিঃ রাজনীশ কুমার বলেছেন, "ভারতের অর্থনীতিকে জোরদার করতে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ীকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে স্থান করে দিতে ফ্লিপকার্ট উৎসাহী। আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি ফ্লিপকার্টের সক্ষমতা এবং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য। এই চুক্তির মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব ভারতের কারিগর, তাঁতিদের জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে।"

২০১৯ সালে চালু হওয়া 'Flipkart Samarth'-এর লক্ষ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের অ্যাক্সেস দিয়ে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবিকা সংস্থান বৃদ্ধি করা। ফ্লিপকার্ট মার্কেটপ্লেসে ব্যবসায়ীরা যাতে তাদের পণ্য তুলে ধরতে পারে সেজন্য এই উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের অনবোর্ডিং, বিনামূল্যে ক্যাটালগিং, অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, পণ্য গুদামজাতকরণ বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান NSTI প্লাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন

কলকাতা: ভকেশনাল এডুকেশন কে জোরদার করতে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ন্যাশনাল স্কিল ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটের (NSTI) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ট্রেনিং (DGT) এর অধীনে NSTI Plus প্রথম ভাগে ক্রাফটস্মেন ইনস্ট্রাক্টর ট্রেনিং স্কিমে (CITS) ৫০০জনকে প্রশিক্ষণ দেবে পরে আরও ৫০০ প্রশিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অনুষ্ঠানে গ্রামোন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রীতিরঞ্জন ঘরাই, ভুবনেশ্বরের সাংসদ শ্রীমতী অপরাজিতা সারঙ্গী, রাজ্যসভার এমপি শ্রী মুজিবুল্লাহ খান, বিধায়ক শ্রী সুরেশ কুমার রাউত্রে, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE)এর চেয়ারম্যান শ্রী টি জি সীতারাম এমএসডিই-র সচিব শ্রী অতুল কুমার তিওয়ারি, এবং ডিজিটির ডিরেক্টর জেনেরাল ত্রিশালজিৎ শেঠি উপস্থিত ছিলেন।

ভুবনেশ্বরের জাটনিতে ৭.৮ একর জমিতে নির্মিত ক্যাম্পাসে এনএসটিআই প্লাস শুধুমাত্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অন্ট্রেপ্রনিউরশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট (এনআইএসবিইউডি), ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) এবং স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার (এসআইআইসি) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার দিকেই নজর দেবে না বরং সম্ভাব্য স্কিল

ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটির হাব হয়ে উঠবে। শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "এটি ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে একটি পদক্ষেপ।"

বর্তমানে, এই অঞ্চলে ৫২৪টি আইটিআই-তে মোট ১,০৪,১৩৪ টি সিট ক্যাপাসিটি রয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (NISER), স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (SDI), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি পাশে থাকায় NSTI-এর সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের এনগেজমেন্ট বাড়বে। NSTI, IGNOU, NIOS, SIIC এবং NIOS-এর সঙ্গে মিলে কোর্সগুলি পরিচালনা করবে।

তুফানগঞ্জের মানিক উত্তরাখন্ডে সুড়ঙ্গের কাজে গিয়ে ধ্বসে আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: উত্তরাখণ্ডের উত্তর কাশি এলাকায় সুড়ঙ্গের কাজে গিয়ে ধ্বসে আটকে গেলেন তুফানগঞ্জের মানিক তালুকদার। টিভিতে খবর দেখার পর দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের। অভাবের সংসারে পরিবারের সদস্যদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে উত্তরাখণ্ডে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকাডোরা গেরগেন্দারপার এলাকার মানিক তালুকদার (৫০)। এই খবর শোনার পর থেকেই স্বামীর ছবি বুকে নিয়ে কেঁদেই চলেছেন মানিকবাবুর স্ত্রী সোমা তালুকদার। জানা যায় প্রায় ৬ মাস হলো মানিকবাবু উত্তরাখন্ডের উত্তর কাশি এলাকায় সুড়ঙ্গে হায়দ্রাবাদের এক কোম্পানির হয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে যায়। সেই সুড়ঙ্গে ধ্বস নামে। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৪১ জন শ্রমিক আটকে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে বাংলার রয়েছে ৩ জন। ৩ জনের মধ্যে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বলরামপুরের মানিক তালুকদার রয়েছেন। পরিবারের তরফ থেকে জানা যায় গত শনিবার শেষ বার কথা হয় পরিবারের সাথে। পরে টিভিতে খবর দেখতে পান যে বাংলার ৩ জন শ্রমিক সেই সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছে। এরপর মানিকবাবুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে পরিবারের লোকজন কিন্তু মোবাইল বন্ধ থাকায়। কোনও যোগাযোগ করতে পারেননি, এমন তার কোনও খবর কেউ দিতে না পারায় দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় পরিবারের লোকজন। কোম্পানির তরফ থেকেও তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। মানিকবাবুর স্ত্রী সোমা তালুকদারের কাতর আবেদন করেন একটু কথা বলার জন্য। কিন্তু কোনও ভাবে কেউ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। পরিবারের একমাত্র রোজগারে ব্যক্তির খবর না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে রবিবার মানিক তালুকদারের বাড়িতে যান তুফানগঞ্জ-১ নং ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক অনিরুদ্ধ রায়। এই বিষয়ে মানিক তালুকদারের ছেলে জানিয়েছেন কোম্পানির তরফ থেকে কোনও সেফটি পাইপ রাখা হয়নি, আগে থাকলেও বর্তমানে সেটা খুলে ফেলা হয়েছে। সেফটি পাইপ না থাকায় এমনটা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

মেজাজ হারালেন অনন্ত, দলীয় কর্মীকে সপাটে চড়

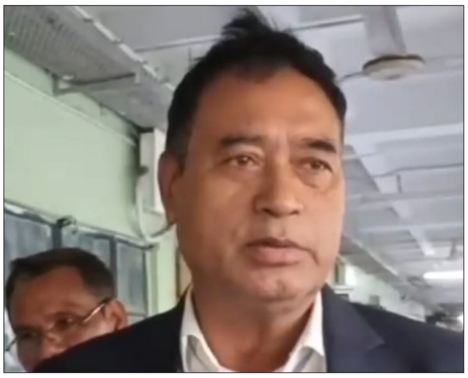

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেখলিগঞ্জ: শুক্রবার রাতে অনন্ত মহারাজ এক কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে সরু রাস্তার জন্য যে মার খেতে হবে সে কথা কল্পনাতেও ভাবতে পারেননি দলীয় ওই কর্মী, তাও আবার দলের রাজ্যসভার সাংসদের কাছ থেকে। সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করতে যান বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। কিন্তু সেখানে তাঁকে যাতায়াত করতে হয় সরু রাস্তা দিয়ে। তাতেই অনন্ত মহারাজ মেজাজ হারালেন। প্রকাশ্যেই এক কর্মীকে অনন্ত মহারাজ একের পর এক চড় মারতে শুরু করেন। সপাটে চড় খেয়ে হতবাক হয়ে যান ওই কর্মী। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

জানা গিয়েছে অনন্ত মহারাজ যান কোচবিহারের সীমান্ত এলাকা কুচলিবাড়ির জাবুরাবাড়িতে একটি কর্মসূচিতে যান। সেখানে যেতে গিয়েই মেজাজ হারিয়ে এমন ঘটনা ঘটান বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। এক কর্মী জানান, সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করতে আসেন অনন্ত মহারাজ। দলের এক কর্মীর বাড়িতে খাওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু যে বাড়িতে নৈশভোজ করার কথা ছিল সেখানে যেতে গিয়েই পড়েন সরু রাস্তার মুখে। আর সেখানেই সাংসদের গাড়ি আটকে যায়। আর তাতেই মেজাজ হারান অনন্ত মহারাজ। হঠাৎ এতটাই রেগে যান যে যিনি তাঁর কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন তাঁকে একের পর এক চড় মারতে থাকেন। তবে এই বিষয়ে তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ওই কর্মী আমাদেরই লোক একটু শাসন করেছি।

পুন্ডিবাড়িতে বাইসনের হামলায় যখম এক মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালারেরকুঠি এলাকায় বাইসনের হামলায় যখম এক মহিলা। স্থানীয় সূত্রে খবর আজ সকাল সাতটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বাইসন দেখতে পায়।

লোকালয়ে বাইসন ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বাইসনটি দেখতে পেয়ে বনদপ্তরে খবর দিলে বনদপ্তরের কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর বাইসনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে বড় স্ক্রিনে প্রদর্শিত হল বিশ্বকাপ ২০২৩ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা বড় স্ক্রিনে প্রদর্শিত হল কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে রাজার শহর কোচবিহারেও ছিল ক্রিকেট উন্মাদনা।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর আবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালের মঞ্চে ভারত সকাল থেকেই কোচবিহারের মানুষ ক্রিকেট জ্বরে ভুগছিল। জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বড় টেলিভিশন বা বড় স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করে ক্রিকেট ভক্তরা। এই ক্রিকেট উন্মাদনা আরোও বাড়িয়ে তোলে কোচবিহারের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যরা। এই দিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামের একাংশে বিশাল স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়। এর আগেও জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আইপিএল খেলা প্রদর্শিত হয় বড় পর্দায় এবং দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশ্বকাপ ২০২৩ ক্রিকেট ফাইনাল ম্যাচ সকলে মিলে একসঙ্গে দেখার আমেজ ধরে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা যায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে। বড় স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে ভিড় করে সব বয়সের ক্রিকেটপ্রেমীরা। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত বলেন, আমাদের এই আয়োজনে মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছে যেভাবে খেলা দেখতে ভিড় উপচে পড়েছে, কোচবিহারের মানুষকে এই আনন্দ দিতে পেরে আমরা স্বভাবতই খুব খুশি। আগামী দিনে

আরও বড় কিছু করার চিন্তা-ভাবনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে কোচবিহারের মানুষ আরোও এগিয়ে আসবে ও ভালো কিছু করার প্রেরণা যোগাবে।

খাবারের সন্ধানে তিস্তা নদীর চরে বুনোহাতির দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সাতসকালে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় হাতির পাল। ঘটনাস্থলে বনদপ্তর। খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এবার তিস্তা নদীর চরে চলে এলো বুনোহাতির দল। বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় কুড়িটি হাতির দল চলে আসে তিস্তার রেলসেতুর পাশে। জঙ্গল ছেড়ে নদীর চর এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাতিগুলো। মনে করা হচ্ছে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট থেকে সদর ব্লকের রংধামালি, চাত্রারপাড় পেরিয়ে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠেঙ্গিপাড়া, ছোট চৌধুরিপাড়া এলাকা হয়ে হাতির দলটি এসেছে। বিশাল হাতির দলে রয়েছে কয়েকটি শাবকও। তিস্তার চর সংলগ্ন এলাকায় হাতির দল ঢুকে পড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বুনো হাতিদের দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে যায় তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বন বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরা। মানুষকে সাবধান করেছেন তারা।

ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: শুক্রবার মধ্যরাতে ট্রাক্টর উল্টে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ নং ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলি এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা তুষারকান্তি রায় জানান, ট্রাক্টর উল্টে পুকুরে পড়ে যায় সেই ট্রাক্টরের তলায় চাপা পড়ে যায় ওই ট্রাক্টরের চালক, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। আরেক বাসিন্দা জানান, জমি থেকে ধান বোঝাই করে মালিকের কাছ থেকে টাকা নেবার সময় গৌতম হঠাৎ করে গাড়ি নিয়ে চলে যায় ধান ক্ষেতে সেই সময় উল্টে যায় ট্রাক্টর। ঘটনাস্থলে আসে নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায় পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96